ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

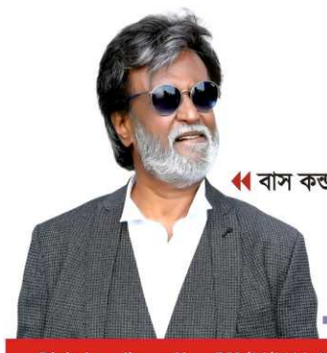

বাস কন্ডাক্টর থেকে সুপারস্টার! রজনীকান্তের বর্ণময় জীবন এবার বড়পর্দায়

পৃঃ ৫

প্রথমবার মেজর লিগ সকারের মাসসেরা মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১২৫ ● কলকাতা ● ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ০৯ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

১০ থেকে ২০ মে-র মধ্যে

কেশপুরে খুন হতে পারেন এক বিজেপি কর্মী : দেব

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করলেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ দেব। তাঁর আশঙ্কা, ১০ থেকে ২০ মে-র মধ্যে কেশপুরে খুন হতে পারেন এক বিজেপি কর্মী। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী এবং তাঁদের দলের ষড়যন্ত্রে ওই খুন হতে পারে এবং সেই খুনের দায় চাপানো হতে পারে তৃণমূলের উপরে।দেবের ওই মন্তব্য এবং অভিযোগ নিয়ে হিরণের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি পিংলার একটি জনসভায় ব্যস্ত রয়েছেন, তাই তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেলে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবের আশঙ্কা আগামী ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে খুন হতে পারে কেশপুরে। একটা ষড়যন্ত্র করে বিজেপি প্রার্থী ও বিজেপি দল তাদের দলীয় কর্মীকে খুন করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা করবে। কেশপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে মঙ্গলবার দেব দাবি করেন, "বিজেপির যে প্রার্থী (হিরণ) এবং বিজেপি দল যে ভাবে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রে জেতার জন্য পড়ে রয়েছে, আমাদের কাছে খবর রয়েছে, কেশপুরে তারা কোনও একটা ষড়যন্ত্র করেছে। নিজেদের লোককে মেরে তার দোষ আমাদের লোককে দিয়ে একটা অশান্তি সৃষ্টি করে ভোট করানোর চেষ্টা করবে।"দেবের দাবি, ঘাটালে ভোটে জিততে এমনই রাস্তা নিয়েছে বিজেপি। তিনি বলেন, "বড় ষড়যন্ত্র করার প্ল্যান চলছে বিজেপি প্রার্থী ও তাদের দলের।" এর পর সবাইকে সাবধান করার স্বরে দেব বলেন, "আমি আগে থেকে

এরপর ৩ পাতায়

উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রয়েছে অভীক দাস

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রকাশিত হল ২০২৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল। আর তাতে মেধা তালিকায় রয়েছে একের পর এক চমক। প্রথম দশে রয়েছে ৫৮ জন পড়ুয়া। উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম রয়েছে অভীক দাস। আলিপুরদুয়ার থেকে। ৪৯৬ পেয়েছে অভীক। আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়ামস উচ্চ বিদ্যালয় থেকে সারা রাজ্যে প্রথম হয়েছে অভীক।অন্যদিকে, ছাত্রদের শতকরা হার ৪৩.৪৮ ও এবং ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শতকরা হার ৫৬.৫৩ শতাংশ। ছাত্রীদের সংখ্যায় ছাত্রদের তুলনায় ১ লক্ষ ৩ হাজার ৫৩ জন বেশি। ২৩৪১ টি পরীক্ষাকেন্দ্র থেকে এই বছর পরীক্ষা নেওয়া হবে। তার মধ্যে ১৭৬টি কেন্দ্র স্পর্শকাতর। তার জন্য এই কেন্দ্রগুলিতে হ্যান্ড মেড মেটাল ডিটেক্টর থাকবে ও কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি ডিটেক্টর ও থাকবে বলে জানিয়েছিল সংসদ।দ্বিতীয় হয়েছে সৌম্যদীপ সাহা। সে পেয়েছে ৪৯৫ জন। ১৫ জেলার মধ্যে থেকে ৫৮ জন ঠাঁই করে নিয়েছে মেধাতালিকায়। সবচেয়ে বেশি হুগলি থেকে ১৩ জন পড়ুয়া জায়গা করে নিয়েছে মেধাতালিকায়। চলতি বছরে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি শুরু হয় উচ্চ মাধ্যমিক। শেষ হয় ২৯ ফেব্রুয়ারি। এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিকে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭,৯০,০০০। মোট পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল ২,৩৪১টি। ২০২৩-এ পাশের হার ছিল ৮৯.২৫ শতাংশ। প্রথম ১০ ছিল ৮৭ জন পরীক্ষর্থী। গত বছর পড়ুয়া ছিল ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার। গত বছরের তুলনায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম এই বছর।

উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় প্রথম দশে

স্থান পেলেন হুগলির যমজ বোন

হুগলি: নিউজ সারাদিন : উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় প্রথম দশে স্থান পেলেন হুগলির যমজ বোন। ছোট বোন স্নেহা ঘোষ ৪৯৩ নম্বর পেয়ে মেধা তালিকায় চতুর্থ স্থান ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন। দিদি সোহা ঘোষের প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। তিনি মেধাতালিকায় দশম স্থান অধিকার করেছেন। দুই বোন চন্দননগর কৃষ্ণভবানী নারী শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রী। আরেকজন সপ্তম স্থানে আছেন। মহম্মদ সঈদ। তিনি আরামবাগ হাই স্কুলের পড়ুয়া। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। অষ্টম স্থানে রয়েছেন মহেশ রামকৃষ্ণ আশ্রমে স্কুলের অস্মিতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। যুগ্মভাবে অষ্টম হয়েছেন আরামবাগ হাই স্কুলের সোমশুভ্র কর্মকার। প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৯। নবম স্থানে রয়েছেন পৃথা দত্ত। তিনি চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮। হুগলি থেকে যুগ্মভাবে নবম হয়েছেন বৃষ্টি পাল। তিনি চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দিরের পড়ুয়া। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৮। দশম স্থানে রয়েছে সৃজনী ঘোষ। তিনি কৃষ্ণভবানী নারী শিক্ষা মন্দির স্কুলের ছাত্রী, প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। দশম স্থানে আছে বেগম পুর হাই স্কুলের ছাত্রী বৃষ্টি দত্ত, প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭। এছাড়াও দশম স্থান অধিকার করেছেন তৌফিক মামুদ । তিনি রহিমপুর নবগ্রাম হাই স্কুলের পড়ুয়া তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৮৭।যমজ বোনের এই সাফল্যে খুশির হাওয়া পরিবার-সহ পাড়াতে। এবছর ৬৯ দিনের মাথায় প্রকাশ হল উচ্চ মাধ্যমিকের ফল। ফল প্রকাশের পর জানা যায়, রাজ্যে মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন স্নেহা। দশম স্থানে নাম আসে সোহার। খুশির জোয়ার নামে পরিবারে। চতুর্থ স্থান অধিকারী স্নেহা ঘোষ বলেন,

এরপর ৩ পাতায়

এ বার প্রাক্তন বিচারপতি ও বিজেপি প্রার্থী

অভিজিৎ গাঙ্গুলির উপর হতে পারে স্টিং অপারেশন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার প্রাক্তন বিচারপতি ও বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলির উপর হতে পারে স্টিং অপারেশন। অন্তত এমনটাই আশঙ্কা করছেন তিনি। তমলুকের বিজেপি প্রার্থীর আরও আশঙ্কা শুধু তিনি নন,স্ট্রিং ভিডিয়ো প্রকাশ পেতে পারে কাঁথি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌম্যেন্দু অধিকারীরও। তবে যা ভিডিয়োই সামনে আসুক না কেন তা ফেক, এমনটাই দাবি করলেন তিনি।প্রসঙ্গত, এদিন সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে শুনানি পর্বে একাধিকবার হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ উঠে আসে। প্রাক্তন বিচারপতির রাজনীতিতে আসা প্রসঙ্গে আজ আদালতে চাকরিহারাদের আইনজীবী বলেন, 'প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা

এরপর ৩ পাতায়

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের

ছাত্র সৌম্যদীপই উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাধ্যমিকে প্রথম দশে ছিলেন না সৌম্যদীপ সাহা। তবে উচ্চমাধয়মিকে সেই সৌম্যদীপই এবার একেবারে দ্বিতীয়। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৫। ৯৯ শতাংশ নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় হয়েছে সে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের(আবাসিক) ছাত্র সে। বারাসত কে এস রোড বরিশাল কলোনির বাসিন্দা। তবে দীর্ঘদিন ধরেই সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে পড়াশোনা করেছে। সৌম্যদীপের বাবা ভোলানাথ সাহা বলেন, ও পড়াশোনার মধেয় থাকত। স্যাররা ঠিক যেভাবে চলতে বলত সেটা ও ঠিকঠাক করে করত। স্যারেদেরও একটা আশা ছিল ওর প্রতি। সে ভালো কিছু করবে বলে আশা করতেন স্যারেরা। সেই কথা রেখেছে সৌম্যদীপ। আমার খুব ভালো লাগছে। স্ট্যাট নিয়ে পড়তে

এরপর ৩ পাতায়

শ্লীলতাহানির অভিযোগ কাণ্ডে,রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ

আমজনতাকে দেখাতে চান রাজ্যপাল

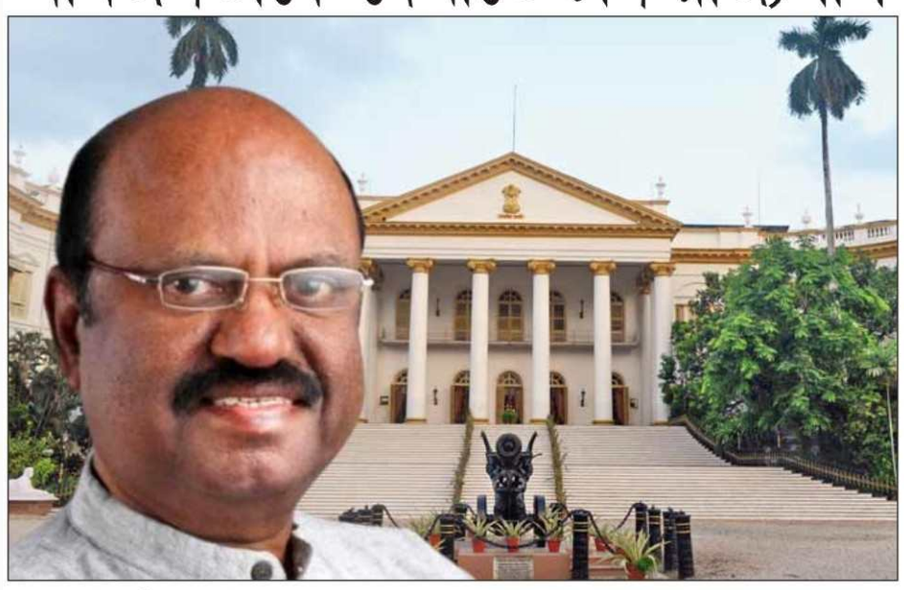

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। রাজভবনের এক মহিলা কর্মী তাঁর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এই ইস্যুতে উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি। কিন্তু আসল ঘটনা কী, তা রাজ্যের মানুষকে জানাতে চান রাজ্যপাল।তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত প্রসঙ্গে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৬১ অনুসারে, রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপালদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি পদক্ষেপ করা যায় না। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে রাজ্যপালের। এর আগে তিনি বিবৃতি দিয়ে এও জানান, ভারতীয় সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল বেশ কিছু বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। যেখানে কোনও আদালতের কাছে তাঁরা জবাবদিহি করেন না। পদে থাকাকালীন কোনও রাজ্যের রাজ্যপালের বিরুদ্ধে ফৌজদারি প্রক্রিয়া চালানো যায় না। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কিংবা জেল হেফাজতের রায় দিতে পারবে না কোনও আদালত। কোনও রাজ্যপালের বিরুদ্ধে তদন্ত করা যাবে না। এমনকী, তাঁকে অভিযুক্ত হিসেবেও উল্লেখ করা যাবে না।

শুরু থেকেই শ্লীলতাহানির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে রাজ্যপাল দাবি করেছেন, তাঁকে অপদস্থ করতে চক্রান্ত করা হচেছ। সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেন তিনি। মন্তব্য ছিল, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোংরা রাজনীতি করছেন। আমি যতই রাজনীতির উর্দ্ধে থাকতে চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ততই রাজনীতিতে টেনে আনছেন।" তাই রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ আমজনতাকে দেখাতে চান তিনি।

এরপর ৩ পাতায়

হাতে ভোটার কার্ড, তবু ভোট দিতে পারলেন না

মালদহ: নিউজ সারাদিন : হাতে ভোটার কার্ড, তবু ভোট দিতে পারলেন না। বুথে গিয়ে জানতে পারলেন, তিনি 'নেই'! অথচ ফি-ভোটে ভোট দিয়েছেন তিনি। এবার ভোটার তালিকায় তাঁকে 'মৃত' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা দেখে শুধু হতবাকই হননি, তিনি রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। এমনকী, এনআরসি ভয়ে চোখে জল চলে আসে বছর পঁয়ত্রিশের গৃহবধূ রাখি দাসের।জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি বলেন, "ওই এলাকায় বিজেপির ভালো ভোট রয়েছে। তাই ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ভোটারদের তালিকা থেকে নাম কাটা হয়েছে। দশ জনেরও বেশি ভোটারদের মৃত দেখানো হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে শাসক দল তৃণমূল দায়ী।" মালদহ জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি বাবলা সরকার বলেন, "ভোটার তালিকা তৈরির দায়িত্ব কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের। ফলে এতে তৃণমূলের জড়িত থাকার প্রশ্নই ওঠে না।"ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত রাখিদেবী বলেন, "এনআরসি চালু হলে এবার আমাদের কী হবে?" ঠিক একইভাবে ওই বুথে আরও অন্তত ১০ জন ভোটারকে ভোট না দিয়েই ফিরে যেতে হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন দুই প্রবীণ নাগরিক অনিমা পোদ্দার (৬২) এবং চিত্তরঞ্জন কুন্ডু (৮০)। ভোটার তালিকায় তাঁদেরও মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনার মঙ্গলবার ভোটগ্রহণ পর্ব চলাকালীন শোরগোল পড়ে যায় মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ইংলিশবাজার পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডের গয়েশপুর এলাকায়। ৮৭ নম্বর বুথের ঘটনা।দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোটদান কক্ষে ঢুকে তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। এই ভুল কার, তা নিয়ে শুরু হয় ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সামনে বিক্ষোভ। যদিও কর্তব্যরত প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়ে দেন, ভোটার তালিকায় তাঁদের নামের পাশে মৃত ছাপ রয়েছে। এবার ভোট দিতে পারবেন না তাঁরা। নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তুলতে হবে তাঁদের। রাখিদেবী বলেন, "আমার স্বামী সরকারি কর্মী। ভোটের ডিউটি করতে গিয়েছেন। ভোটার তালিকায় কারা আমাকে মৃত বানিয়েছে বুঝতে পারছি না।" বয়স্ক ভোটার চিত্তরঞ্জন কুন্ডু বলেন, "৮০ বছর বয়সেও আমি ভোট দিতে আসছি। কোনও বারই এমন ঘটনা ঘটেনি। এবারই দেখছি, আমাকে মৃত দেখানো হয়েছে। এটা প্রশাসনের ভুল। বয়সজনিত কারণে ঠিকমতো হাঁটাচলা করতে পারি না। এই পরিস্থিতিতে এখন কীভাবে নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তুলব তা বুঝতে পারছি না, এব্যাপারে প্রশাসনের নজর দেওয়া উচিত।"

অধীর চৌধুরীকে বহরমপুরের মাটিতে হারানোর বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অধীর চৌধুরীকে বহরমপুরের মাটিতে হারানোর বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার তৃণমূল প্রার্থী ইউসুফ পাঠানের পক্ষে রোড শো করেন দলের সেকেন্ড ইন কমান্ড। তাঁর বক্তব্যের অনেকটা জুড়েই অধীর চৌধুরীকে আক্রমণ ছিল।

অধীর চৌধুরীকে অনেক দিন ধরেই নিশানা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধীরকে আক্রমণ করেছেন মুর্শিদাবাদে গিয়ে।সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেন অধীর চৌধুরীর নাম চিঠিতে লিখেছিলেন। বিজেপি সরকারের সঙ্গে অধীর চৌধুরীর সমঝোতা আছে। তাই কখনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা অধীর চৌধুরীকে ডাকেনি। মারাত্মক এই কথাও অভিষেক দাবি করেছেন।

অধীর চৌধুরী নিজের আসন বাঁচাতে চাইছেন। তাই বামেদের সঙ্গে জোট করেছেন। দিল্লিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন রাজ্যে বসে অধীর চৌধুরী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আক্রমণাত্মক কথা বলছেন। অভিযোগ অভিষেকের।অধীর চৌধুরীকে অনেক দিন ধরেই নিশানা করছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অধীরকে আক্রমণ করেছেন মুর্শিদাবাদে গিয়ে।এবার সেই পথেই হাঁটলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধীর চৌধুরীকে বিজেপির দালাল বলে কটাক্ষ করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরের মানুষের সঙ্গে বহু বছর ধরে মিথ্যাচার করে চলেছেন অধীর। এবার মানুষ সেই সব কিছুর হিসেব নেবে। এই কথা বলেন তিনি। অধীর চৌধুরীর গড় হিসেবে পরিচিত এই বহরমপুর। সেখানে এবার পরিবর্তন চাইছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার লোকসভা নির্বাচনে অধীর চৌধুরী জিতবেন না।

এরপর ৩ পাতায়

সেতু তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন ঘাটালের প্রৌঢ়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের বাজারে নিজের ২৪ লাখ টাকা খরচ করে ব্যক্তিগত উদ্যোগে গ্রামের মাঝে সেতু তৈরি করে তাক লাগিয়ে দিলেন ঘাটালের প্রৌঢ়।নদিতে ডিঙি পারাপার করানোর কাজ করতেন গোপাল। বলছিলেন, "যেটুকু জমি রয়েছে তাতে সংসার চলে যাবে। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখেছি, সাঁকো ভেঙে গেলে বর্ষাকালে কী সমস্যাতেই না পড়তে হয় গ্রামের মানুষকে। তাই নিজের উপার্জনের টাকা জমিয়ে সেতু গড়ার সিদ্ধান্ত নিই।"

প্রৌঢ়ের এমন উদ্যোগে ধন্য ধন্য করছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের কথায়, "যে কাজ করার কথা ছিল প্রশাসনের সেই কাজ করলেন গোপালবাবু।"

শুধু সেতু তৈরি নয়, দ্বিতীয় হুগলি সেতুর আদলে গ্রাম্য সেতুতে লোহার তারের টানও দেওয়া হয়েছে। যাতে বর্ষাকালে নদীর পানার চাপে সেতু ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।নজিরবিহীন এই ঘটনার জেরে প্রশ্নের মুখে প্রশাসন।ভোটের আবহে এক গ্রামবাসীর এমন ব্যক্তিগত উদ্যোগ সামনে আসায় কিছুটা অস্বস্তিতে রাজনৈতিক দলগুলিও।

ঘটনাস্থল, ঘাটালের দাসপুর ১ নম্বর ব্লকের নিজামপুর গ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে কাঁসাই নদী। ওপারে পার্বতীপুর। দুই গ্রামের যোগাযোগের জন্য কাঁসাই নদীর ওপর বাঁশের সাঁকো। ফি-বর্ষাতেই তা জলের তোড়ে ভেঙে যেত। ফলে সমস্যায় পড়তে হত বেশ কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের। তখন ঘুরপথে ৫ থেকে ৬ কিমি অতিক্রম করে যাতায়াত করতে হত বাসিন্দাদের।

ভোট এলেই স্থায়ী সেতুর দাবি জানান গ্রামবাসীরাও। রাজনৈতিক দলগুলিও প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ভোট আসে ভোট যায়, প্রতিশ্রুতি পূরণ হয় না। ঘাটাল লোকসভার তৃণমূল সাংসদ অভিনেতা দেব এবারেও এখানে প্রার্থী হয়েছেন। বিপরীতে লড়ছেন আর এক অভিনেতা, বিজেপির খড়গপুরের বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। ভোট প্রচারে বেরিয়ে প্রার্থীরা নিজেদের মতো প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার নিজামপুরের বাসিন্দা গোপাল মণ্ডলের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে তৈরি হল স্থায়ী সেতু।

নদিতে ডিঙি পারাপার করানোর কাজ করতেন গোপাল। বলছিলেন, "যেটুকু জমি রয়েছে তাতে সংসার চলে যাবে। চোখের সামনে দিনের পর দিন দেখেছি, সাঁকো ভেঙে গেলে বর্ষাকালে কী সমস্যাতেই না পড়তে হয় গ্রামের মানুষকে। তাই নিজের উপার্জনের টাকা জমিয়ে সেতু গড়ার সিদ্ধান্ত নিই।"

প্রৌঢ়ের এমন উদ্যোগে ধন্য ধন্য করছেন গ্রামবাসীরা। তাঁদের কথায়, "যে কাজ করার কথা ছিল প্রশাসনের সেই কাজ করলেন গোপালবাবু।"

বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি, কাউন্সিলরকে গ্রেফতারের নির্দেশ আদালতের

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মাটিয়াবুর্জ বিধানসভার ১৩৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনের গ্রেফতারের নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। কাউন্সিলর বিরুদ্ধে নির্মাণের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ দাবি করার অভিযোগ। আলিপুর আদালত অভিযুক্ত কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছে। কাউন্সিলর ফরিদা পারভীনের বিরুদ্ধে আইপিসি ৪২৭/৩৭৯/৫০৬ এবং ৩৪ এর অধীনে উপরোক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিকদের সাথে কথোপকথনে, ভুক্তভোগী বিএম একতা কনস্ট্রাকশনের প্রধান এবং কথিত তৃণমূল কর্মী দিলওয়ার থান্ডার অভিযোগ করেছেন যে কাউন্সিলর ফরিদা পারভীন নির্মাণের জন্য তার কাছ থেকে ১ কোটি এবং পাঁচটি দোকান দাবি করেছেন, এই টাকা না দেওয়ায় তার জমি কাউন্সিলর নির্দেশে জেসিপি দিয়ে খনন করা হয়েছে। হাইকোর্ট খনির কাজ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি পাঠিয়েছেন ভুক্তভোগী। দিলওয়ার থান্ডারের অভিযোগ, একটি মার্কেট নির্মাণের সময় ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নির্মাণের নামে ১ কোটি এবং পাঁচটি দোকান দাবি করেছেন।

ভোট আসে ভোট যায় শুধু আশ্বাস, আধার কার্ড এবং বৃদ্ধা ভাতা কপালে জুটলো না, অভিযোগ এক বৃদ্ধমহিলার

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : "আমি ভোট দেব না ভোট দিয়ে কি হবে"। এই ধরনের উক্তি শোনা গেল নবদ্বীপ ব্লকের নবদ্বীপ বিধানসভার বাবলারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ নম্বর বুথের সিদ্ধেশ্বরী পাড়া থেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ৮৭ বছরের বৃদ্ধা বললেন আমার আধার কার্ড নেই। আধার কার্ড না থাকার জন্য ব্যাংকে একাউন্ট করতে পারা যাচ্ছে না। ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট না হলে বৃদ্ধ ভাতা হবে না। ভোট আসে ভোট যায় আমার বৃদ্ধ ভাতা আর দেখা মেলে না। প্রতিবার এইরকম সমস্ত দলের জনপ্রতিনিধিরা আসেন এবং কর্মকর্তারা এসে ভোট ভিক্ষা চায়, সবাই আশ্বাস করে যায় আপনার আধার কার্ড হবে কিন্তু আধার কার্ড আজও হলো না। ভোট দিয়ে কি হবে। বছর ২৫ আগে স্বামী মারা গিয়েছে ৪০০ টাকা ভাতা পেত। আমার ছোট ছেলে প্রতিবন্ধী রাস্তায় গান করে ভিক্ষা করে এনে আমাকে খাবার দেয়। ছেলেরা সবাই দিনমজুরের কাজ করে। যদি বৃদ্ধ ভাতা পাওয়া যেত তাহলে হয়তো অনেকটাই উপকার হত।

ভোট নিতে আসা নির্বাচন কমিশনের কর্মীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন এবং কথা শুনলেন। তাদের সঙ্গে ছিলেন সমস্ত রাজনীতি দলের একজন করে কর্মী। তারাও শুনলেন এবং আধার কার্ড হয়ে তিনি ব্যাংকে একাউন্ট করে বৃদ্ধ ভাতা পাবেন আগামী দিনে সেটা কিন্তু কেউ বলতে পারলেন না। ভোট বড় বালাই তবুও তাকে ভোট কক্ষে নিজের বাড়িতে ভোট দিতে হল ব্যালট পেপারে।

প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষমদের ভোট গ্রহণ শুরু হলো রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে। ১৩ই মে রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। ৮ই মে প্রবীণ বিশেষভাবে সক্ষম বৃদ্ধ এবং পচাশি বছর বয়স্ক তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটগ্রহণ শুরু হলো। নির্বাচন কমিশন যে এই ধরনের পদ্ধতি করেছেন তাতে সাধুবাদ জানিয়েছেন বয়স্ক নাগরিকরা। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের বুথে গিয়ে ভোট দিতে পারেন না তাদের জন্যই এই ভোট পদ্ধতি। গত বিধানসভা নির্বাচন থেকেই এই পদ্ধতি লাগু করা হয়েছে। নবদ্বীপ বিধানসভায় এই ধরনের ভোটার সংখ্যা ৮০৭ জন প্রথম দিন ৪০২ জনের বেশি ভোট দিলেন।

১-ম পাতার পর

উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় প্রথম দশে স্থান পেলেন হুগলির যমজ বোন

"পরিবার থেকে স্কুলের শিক্ষক, গৃহশিক্ষক সকলের সাহায্য এই রেজাল্ট করতে পেরেছি। আগামীতে অর্থনীতি নিয়ে পড়ার ইচ্ছা রয়েছে।" তিনি ও তাঁর দিদি মেধাতালিকায় রয়েছেন সে বিষয়ে স্নেহা বলেন, " যখন আমার নাম ঘোষণা হল, তখন একটু হলেও মনে ক্ষেদ ছিল। মন থেকে ভগবানের কাছে চাইছিলাম দিদির কিছু হোক। দিদির নাম দশম স্থানে আসার পর সাফল্য পূর্ণতা পেল।" দুই সন্তানের এই সাফল্যে তাঁদের মা অপর্ণা ঘোষ বলেন, "দুই মেয়ের সাফল্যে খুব খুশি আমরা।" যমজ বোনের সাফল্যের পাশাপাশি উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় হুগলি জেলার জয়জয়কার। মেধাতালিকার প্রথম দশে রয়েছেন ৫৮ জন। তার মধ্যে হুগলি জেলারই ১৩ জন। স্নেহা ও সোহা-সহ আরও এগারো জন রয়েছেন তালিকায়। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের রুদ্র দত্ত। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯১। ষষ্ঠ স্থানে রয়েছেন হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের অভ্রকিশোর ভট্টাচার্য। তিনি পেয়েছেন ৪৯১। সপ্তম স্থান দখল করেছেন ঋতব্রত দাস। তাঁর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০। তিনি হুগলি কলিজিয়েট স্কুল ছাত্র।

১-ম পাতার পর

১০ থেকে ২০ মে-র মধ্যে কেশপুরে খুন হতে পারেন এক বিজেপি কর্মী : দেব

বলে রাখছি, এ রকম একটা ঘটনা কেশপুরে ঘটতে চলেছে। আমি কেশপুরে ১০ বছর ধরে শান্তি রেখেছি। শান্তি রাখার চেষ্টা করেছি। জেতার জন্য বিজেপি প্রার্থী এবং তার দল যে ভাবে উঠেপড়ে লেগেছে, যে ভাবে সন্ত্রাস করার চেষ্টা করবে, সে কথা আমি আগাম জানিয়ে রাখলাম সংবাদমাধ্যমে, প্রশাসনের কাছে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে।"

দেব বলেন, "হিরণ পাগল হয়ে গিয়েছে। যা ইচ্ছে তাই বলে যাচ্ছে। এই সব না বললে তো হেডলাইনে (খবরে) আসবে না। হিরণ তো নিজের একটা কাজের কথাও তো বলছে না! ওর দল ১০ বছরে কী করেছে, ও নিজে কী করেছে....?" বিজেপি প্রার্থী হিরণ তিন বছর ধরে খড়্গপুরের বিধায়ক। কাউন্সিলরও। দেব বলেন, "এখন ও সাংসদ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখা ভাল, আমি বলব না যে, ও ভুল স্বপ্ন দেখছে। মানুষের স্বপ্ন দেখার অধিকার রয়েছে। কিন্তু সেই স্বপ্নকে সত্যি করার জন্য রাতে যা ভাববে, সকালে যা পারবে বলবে, তোমরা সেটাকে হেডলাইন করবে। এখনও তো একটাও কিছু প্রমাণ দিতে পারল না (আমার সম্পর্কে)।" বস্তুত, প্রার্থী হওয়ার অনেক আগে থেকেই গরু পাচার কাণ্ডে দেবকে ধারাবাহিক ভাবে আক্রমণ করে আসছেন হিরণ।

দেব বলেন, "গত দু'বছর ধরে এত কিছু বলে যাচ্ছে ও। খবর হচ্ছে বলে ও সাহসটা পাচ্ছে। আসলে মানুষ ওর সঙ্গে নেই।" একটু থেমে দেব বলেন, "মানুষ কেন, ওর নিজের দলই ওর সঙ্গে নেই। যে কথাগুলো ও বলছে, তার একটাও তার দলের কোনও নেতা বলছে না।" দেবের সংযোজন,জেতার জন্য মরিয়া হয়ে যা পারছে বলছে। ওকে আমার শুভেচ্ছা রইল।"

১-ম পাতার পর

শ্লীলতাহানির অভিযোগ কাণ্ডে,রাজভবনের সিসিটিভি ফুটেজ আমজনতাকে দেখাতে চান রাজ্যপাল

শ্লীলতাহানির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল বিভিন্ন প্রচার কর্মসূচি থেকে আক্রমণ শানিয়েছে রাজ্যপালকে। ঘটনার তদন্তে ডিসি (সেন্ট্রাল) ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আট সদস্যের সিট গঠন করেছে লালবাজার। রাজভবনের ওসির কাছে সেদিনের ঘটনার ভিডিও ফুটেজ চেয়েছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অবশ্য বিবৃতি দিয়ে রাজ্যপাল বোস রাজভবনের স্থায়ী, অস্থায়ী কর্মীদের জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে পুলিশ কোনও রকম তথ্য চাইলে তা না দিতে। কিন্তু সিসিটিভি ফুটেজ তিনি দেখাতে চান। তবে তা পুলিশকে নয়, সাধারণ মানুষকে।

বুধবার রাজভবনের এক্স হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি পোস্ট করা হয়। তাতে বলা হয়েছে, 'সচ কা সামনা' নামে এক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন রাজ্যপাল বোস। সেখানে ই-মেল আইডি ও ফোন নম্বর জানিয়েছেন তিনি। প্রথম ১০০ জন আবেদনকারীকে রাজভবনের ভিতরের সিসিটিভি ফুটেজ দেখানো হবে আগামিকাল অর্থাৎ বৃহস্পতিবার। কিন্তু দুই পক্ষকে কোনও ভাবেই এই ফুটেজ দেখাবেন না রাজ্যপাল। তাঁরা হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাজ্যের পুলিশ।

১-ম পাতার পর

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র সৌম্যদীপই উচ্চ মাধ্যমিকের দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে

চায়। আমি ওর পাশে আছি। আমি চাকরি নিয়ে অত চিন্তা করছি না। আগে পড়াশোনা করে ও বড় হোক। মানুষের মতো মানুষ হোক। আগে তো মানুষ হোক। তারপর সে যেকোনও একটা কাজ করবে। কিন্তু আগে ওকে পড়াশোনা করে মানুষ হতে হবে।

মিশনের বাঁধাধরা জীবন। এক মনে পড়াশোনা। তারই মাঝে আবৃত্তির প্রতি তার ভালোবাসা। এককথায় বড় সাফল্য পেলেন সৌম্যদীপ। হস্টেলে থেকেছে। দুষ্টুমিও করেছে। কিন্তু তার মাঝে পড়াশোনা একেবারে ঠিকঠাক। আর তাতেই ধরা দিল সাফল্য।

সৌম্যদীপ সাহা বলেন, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করব এটা ভাবতে পারিনি। এরপর স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে অনার্স পড়তে চাই। প্রয়োজন যতক্ষণ হত ততক্ষণ পড়তাম। তার বেশি পড়তাম না। মানে কোনও সাবজেক্টে যতটা পড়ার কথা ততক্ষণ পড়তাম। তার বেশি নয়। পড়াশোনার বাইরে আমি আবৃত্তি করতে ভালোবাসি। উচ্চমাধয়মিকের জন্য কিছুটা এই অনুশীলন থমকে গিয়েছিল। তবে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলাম। মাধয়মিকে প্রথম দশে ছিলাম না। রাজ্যে ২০ তম স্থানে ছিলাম। সেবার ৬৭৩ পেয়েছিলাম। সৌম্যদীপ বলেন, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়তে চাই না। স্ট্যাটিসটিক্স নিয়ে পড়তে চাই। হস্টেল লাইফে কোনও সমস্যা হয়নি। প্রথম রাতটা হয়তো না ঘুমিয়ে ছিলাম। তবে সকলে যেভাবে সাহায্য করেছিল তাতে সমস্যা হয়নি। ওখানকার পরিবেশ আমি মানিয়ে নিতে পেরেছিলাম।

তাকে সংবাদমাধয়মের তরফে প্রশ্ন করা হয়েছিল এই যে বর্তমানে চাকরি দুর্নীতি নিয়ে এত টানাপোড়েন তা নিয়ে তার কি মতামত?

সেই প্রশ্নের উত্তরে সৌম্যদীপ বলেন, আমি রাজনীতি সম্পর্কে কিছুটা অজ্ঞ। এনিয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাই না।

১-ম পাতার পর

এ বার প্রাক্তন বিচারপতি ও বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গাঙ্গুলির উপর হতে পারে স্টিং অপারেশন

উচিত। কারণ তিনি ইন্টারভিউতে বলেছেন, তাঁকে রাজনীতিতে নামার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধেও পদক্ষেপ করা হোক।'বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে অভিজিৎ গাঙ্গুলি বলেন, নির্বাচনের আগে বিভ্রান্তি ছড়াতেই নাকি এমন ভিডিয়ো প্রকাশ করা হবে। কিছুদিন আগেই সন্দেশখালির স্টিং ভিডিয়ো নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য-রাজনীতি। এমনকী ভিডিয়োগুলো দেখার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। অভিজিৎ গাঙ্গুলিই বুঝিয়ে দেবেন কেন এই ভিডিয়োগুলো ফেক বা জাল!

মঙ্গলবারও সুপ্রিম কোর্টে এস এস সি মামলার শুনানিতে তাঁর নাম ওঠায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন অভিজিৎ গাঙ্গুলি এক জনসভা থেকে বলেন, 'আজ সুপ্রিম কোর্টে তৃণমূল কংগ্রেস দুই গালে দুই থাবড়া খেয়েছে। শীর্ষ আদালতে তারা কোনও প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারেনি।'

১-ম পাতার পর

অধীর চৌধুরীকে বহরমপুরের মাটিতে হারানোর বার্তা দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

চার নম্বরে থাকবেন কংগ্রেসের বিদায়ী সাংসদ। জোর গলায় এই দাবি করেন অভিষেক। গোটা দেশে তৃণমূলের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। কেবল এই কেন্দ্রে তৃণমূল অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে।

অধীর চৌধুরীকে বিজেপির এজেন্ট বলে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক। ২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অধীর চৌধুরী বহরমপুরের জন্য কী করেছেন? বিজেপির সঙ্গে একাধিক সমঝোতার কথা বলেন অভিষেক। অডিও শোনান তিনি।

দেশে সাধারণ নির্বাচনের তৃতীয় পর্বে ১১টি রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোটদান শান্তিপূর্ণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : দেশে সাধারণ নির্বাচনের তৃতীয় পর্বে ১১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে রাত ৮টা পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবে ভোটদানের হার ৬১.৪৫ শতাংশ। সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত ভোট দানের সময় নির্দিষ্ট থাকলেও অনেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই ভোটদাতাদের তার পরেও লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। ১১টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটাররা উৎসাহের সঙ্গে নির্দিষ্ট ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। কয়েকটি জায়গায় প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করেও ভোটদাতাদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। এই পর্বে নির্বাচন কমিশন এসএমএস সতর্কবার্তা, হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা এবং জাতীয় ও রাজ্যস্তরীয় আইকন মারফত ভয়েস কল চালু করেছে। ভোটারদের উৎসাহ দিতে প্রধান প্রধান টেলিকম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলি এক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে। ২০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৃতীয় পর্যায়ে ভোটদান পর্ব সম্পূর্ণ হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৮৩টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ সম্পূর্ণ হয়েছে। তৃতীয় পর্বে মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৩৩১। তৃতীয় পর্যায়ে ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হয়। প্রত্যেক লোকসভা কেন্দ্রের অধীন প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটদানের হার ভিটিআর অ্যাপে সরাসরি পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সংবাদ মাধ্যম এবং অংশীদারদের সুবিধার্থে ভিটিআর অ্যাপে নির্বাচন কমিশন নতুন কতগুলি বৈশিষ্ট্য সংযোজন করেছে তা হল, রাজ্য/সংসদীয় কেন্দ্র/বিধানসভা কেন্দ্র ভিত্তিক সংখ্যা ছাড়াও প্রতি পর্ব ভিত্তিক গড় ভোটদানের হার নির্ণয়ের ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত লিঙ্কে ভিটিআর অ্যাপটি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে:

রাত ৮টা পর্যন্ত ভোটদানের গড় হার পাওয়া গেলেও ভিটিআর অ্যাপে এই সংখ্যা ক্রমশ পরিবর্তন হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষ হচ্ছে এবং ফর্ম ১৭সি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের হাতে প্রতিটি কেন্দ্রে তুলে দেওয়া হচ্ছে। বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা হিসেবে ফর্ম ১৭সি-তে প্রত্যেক ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দানের সঠিক সংখ্যা লেখা হয় নির্বাচনে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রিসাইডিং অফিসার স্বাক্ষরিত ফর্ম ১৭সি-র কপি প্রার্থীর নির্বাচনী এজেন্টের হাতে ভোটগ্রহণ শেষে তুলে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থায় আরও অধিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি ও অংশীদারদের সুবিধার্থে নির্বাচনের প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় পর্ব এবং তৃতীয় পর্বে বিস্তারিত তথ্য সংযোজিত তালিকা এওয়ান, এটু এবং এথ্রি-তে আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে সময় সময়ে ভোটদানের হারের পরিবর্তন বিধানসভা ভিত্তিক ভিটিআর অ্যাপে উঠে আসছে। তৃতীয় দফা নির্বাচনে রাজ্য ভিত্তিক রাত ৮টা পর্যন্ত ভোটদানের হার নিচে দেওয়া হল:

ক্রমিক সংখ্যা : ১. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : আসাম, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ৪, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৭৫.২৬। ক্রমিক সংখ্যা : ২. রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : বিহার, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ৫ , আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৫৬.৫৫। ক্রমিক সংখ্যা : ৩. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : ছত্তিশগড়, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ৭ , আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৬৬.৯৯। ক্রমিক সংখ্যা : ৪. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : দাদরা ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউ , লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ২ , আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৬৬.২৩। ক্রমিক সংখ্যা : ৫. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : গোয়া , লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ২ , আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৭৪.২৭। ক্রমিক সংখ্যা : ৬. রাজ্য/ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : গুজরাট , লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা :২৫, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৫৬.৭৬। ক্রমিক সংখ্যা : ৭. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : কর্ণাটক, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা :১৪, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৬৭.৭৬। ক্রমিক সংখ্যা : ৮. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : মধ্যপ্রদেশ, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা :৯ , আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৬৩.০৯। ক্রমিক সংখ্যা : ৯. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : মহারাষ্ট্র, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা :১১, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৫৪.৭৭। ক্রমিক সংখ্যা : ১০. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : উত্তরপ্রদেশ, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ১০, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৫৭.৩৪। ক্রমিক সংখ্যা : ১১. রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল : পশ্চিমবঙ্গ, লোকসভা কেন্দ্রের সংখ্যা : ৪, আনুমানিক ভোটদানের হার শতাংশের হিসেবে : ৭৩.৯৩।

ওপরে ১১টি রাজ্যর তালিকা ৯৩টি লোকসভা কেন্দ্র ৯৩ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি সহ দেশের সব রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যার মধ্যে ৩ দফার নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এগুলির মধ্যে ছিল ছত্তিশড়, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশের মাওবাদী প্রভাবিত এলাকাগুলিও। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী রাজীব কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার শ্রী জ্ঞানেশ কুমার এবং শ্রী সুখবীর সিং সান্ধু নির্বাচন প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপরই সতর্ক নজর রেখেছেন। ভোটদানের সুস্থ বাতাবরণ গড়ে তুলতে এবং ভোটদাতারা যাতে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন তা সুনিশ্চিত করতে কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় গণতন্ত্রের ভোটাধিকারের চিত্র বিশ্বের কাছে তুলে ধরা হয়। তৃতীয় পর্বে ভোটদান পর্ব প্রত্যক্ষ করতে ২৩টি দেশ থেকে ৭৫ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি ৬টি রাজ্যে বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। ভোটদান পর্ব কিভাবে হয়, নির্বাচনী সাজসরঞ্জাম, ভোটগ্রহণ যন্ত্র, নির্বাচনী স্বচ্ছতা বজায় রাখার ব্যবস্থা এবং সব থেকে বড় কথা, ভোটদাতাদের মধ্যে উৎসাহের মনোভাব দেখে তাঁরা তার তারিফ করেছেন। বিভিন্ন জায়গায় গরম আবহাওয়ার পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সামিয়ানা টাঙানোর ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও পানীয় জল, চিকিৎসার সাজসরঞ্জাম এবং ভোটদাতাদের সুবিধার্থে পাখার বন্দোবস্ত করা হয়। আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভোটদানে উৎসাহ দিতে কমিশন বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রকে আদিবাসী সংস্কৃতি এবং স্থানীয় থিমের ওপর ভিত্তি করে সাজিয়ে তোলা হয়। আদিবাসী মহিলারা তাঁদের শিশু সন্তানদের সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট দিতে আসেন। ছত্তিশগড়ে সারগুজা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে একটি পরিবারের ৫ প্রজন্ম একসাথে ভোট দিয়েছে। কর্ণাটকের সিমোগা এবং গুজরাটের ভালসাদ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভোট গ্রহণ কেন্দ্র পরিবেশ বান্ধবভাবে গড়ে তোলা হয়েছে। ছত্তিশগড়ে পাহাদি কাড়োয়া পিভিজিটি-রা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে

গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, দাদরা ও নগরা হাভেলী এবং দমন ও দিউ, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, গোয়া, ছত্তিশগড় প্রভৃতি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে তৃতীয় পর্বে ভোট গ্রহণ হয়। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ-রাজৌরি লোকসভা কেন্দ্রে ষষ্ঠ দফার নির্বাচনে ভোট নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। গুজরাটের সুরাত লোকসভা কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থীর ফলাফল নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায় সেখানে আর ভোট গ্রহণের দরকার হয় নি। চতুর্থ দফার নির্বাচন মে মাসের ১৩ তারিখ। ১০টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ৯৬টি লোকসভা কেন্দ্রে এদিন ভোট।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১২৫ সংখ্যা ০৯ মে, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ২৬ বৈশাখ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

কেন্দ্রীয়বাহিনীর জন্য কি ভোট শান্তিপূর্ণ হচ্ছে? উঠছে প্রশ্ন

সাগরদিঘি মডেল' হয়ে উঠতে না পারলেও ২০২৪ সালের জঙ্গিপুরের লোকসভা নির্বাচনে ভোট লুট, ছাপ্পা ভোট রুখে দিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ব্যাপক সংখ্যায় উপস্থিতি। জঙ্গিপুরের বেশ কিছু অঞ্চলে ভোট লুট ও ছাপ্পা ভোট নতুন কিছু নয়। কিন্তু এ বারে তা বিচ্ছিন্ন ভাবে কোথাও ঘটলেও উল্লেখ করার মতো কিছু নয়।সুতি থেকে লালগোলা, সাগরদিঘি থেকে খড়গ্রাম ১৮৫১টি বুথের প্রতিটি বুথেই এ বারে ছিল পর্যাপ্ত সংখ্যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। তাই বুথের মধ্যে দেদার ছাপ্পা, বুথ জ্যাম বা ভোটদানে ভোটারদের বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়ার ঘটনা তেমন ভাবে নজরে আসেনি। আসেনি অভিযোগও।

জঙ্গিপুর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমানের বক্তব্য, "দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণ ভোট হয়েছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা ছিল।" সামগ্রিক ভাবে এদিনের ভোটে খুশি সিপিএমের জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য জ্যোতিরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'সাগরদিঘি মডেলে না হলেও বুথের মধ্যে ভোট লুঠ বন্ধ করা গিয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপস্থিতিতে। তবে রাজ্য পুলিশের কর্মীরা কাবিলপুরে বিরোধীদের হুমকি দিয়েছে। তবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ভোট দিয়েছেন।"

কেন্দ্রীয় বাহিনীর এই ভূমিকায় খুশি কংগ্রেস, তৃণমূল ও সিপিএমও। তবে বিজেপি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আরও বেশি তৎপরতা দাবি করেছেন। তবে নেতারা অখুশি হলেও এদিন সাধারণ ভোটারেরা সামগ্রিক ভাবে খুশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকায়। লালগোলার ব্যবসায়ী এমাজুদ্দিন শেখ, সাইদাপুরের দেদার বক্সরা বলছেন, "কেন্দ্রীয় বাহিনীর কারণে বুথে অবাঞ্ছিত প্রবেশ আটকানো গিয়েছে। গত বিধানসভাতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও দেদার ছাপ্পা ঠেকানো যায়নি।"

এ দিন বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও সাগরদিঘির নির্বাচনের দিনের মতো ঝাঁঝ ছিল না তাদের। আর সেই কারণেই বুথের বাইরে একাধিক জায়গায় এড়ানো যায়নি বিধি ভেঙে জমায়েত। আর তাতেই বেড়েছে অশান্তি। তবে এ দিন নির্বিঘ্নে ভোট করতে চেষ্টার কসুর করেননি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। এ দিন রাজ্য পুলিশের ভূমিকাও ছিল মন্দের ভাল। তারাও বিভিন্ন পথে নাকা চেকিং করেছে, গোলমালের খবর পাওয়া মাত্র ছুটে গিয়েছে ঘটনাস্থলে।তবুও সাত সকালেই বুথের ৫০ মিটারের মধ্যে মীরেরগ্রামের এক বুথে তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ও বিজেপি প্রার্থীর মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে, জঙ্গিপুর পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে বুথের মধ্যে ভোটদান কক্ষের পাশে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে সাহায্যের নামে প্রভাব খাটানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। জঙ্গিপুর বিধানসভার খোজারপাড়ায় ২৬৫ নম্বর বুথে আইএসএফ ও তৃণমূলের জমায়েতকে ঘিরে বচসা ও মারধরে দু'জন আহত হয়েছেন, ১ জনের মাথা ফেটেছে। বহু বুথের সামনেই নির্দিষ্ট ব্যবধান মেনে শিবির করার বালাই ছিল না কোনও রাজনৈতিক দলেরই। তবে সাগরদিঘি মডেল দেখা না গেলেও জঙ্গিপুর লোকসভা নির্বাচনে এ বারে বোমা পড়েনি কোথাও, গুলিও চলেনি। ঘটেনি বড় ধরনের কোনও অশান্তি।

পুণেতে ষষ্ঠ কম্যান্ডান্টস্ কনক্লেভ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুণের মিলিটারি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি'তে হেডকোয়ার্টার্স ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফ-এর তত্ত্বাবধানে ৭ মে, ২০২৪ তারিখে ষষ্ঠ কম্যান্ডান্টস্ কনক্লেভ অনুষ্ঠিত হয়। এতে আর্মড ফোর্সেস ট্রেনিং ইন্সটিটিউশনস্ এবং সামরিক কলেজগুলির কম্যান্ডান্টরা ছাড়াও সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষ পদাধিকারীরা যোগ দেন। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে তুলে আনার ব্যাপারে এই কনক্লেভে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রশিক্ষণ এবং কৌশলগত নানা দিক নিয়ে এই কনক্লেভে শীর্ষ আধিকারিকরা মতবিনিময় করেন। আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকে আরও উন্নত করা এবং উদ্ভাবন ও সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে কনক্লেভে আলোচনা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এএফটিআই-এর কম্যান্ডান্ট এবং নীতি নির্ধারণকারীরা খোলামেলা আলোচনা এবং মতবিনিময় করেন। এই কনক্লেভে কৌশলগত সহনশীলতা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পাশাপাশি উদ্ভাবনশীলতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেন সশস্ত্রবাহিনীর শীর্ষকর্তারা।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না। তাই দেখুন আপনার কাছে খাবার নেই আর আমি দিব্যি এখন খাবো। এই বলে ভদ্রলোকটি সঙ্গে থাকা খাবার খেতে আরাম্ভ করলেন। স্বামীজী শুধু লোকটিকে বললেন - আমি ঈশ্বরের কৃপায় থাকি, তিনি যা করান আমি তাই করি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বলতে গেলে নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(প্রথম পর্ব)

পুঁথিগত শিক্ষা বা ডিগ্রিধারী মানুষরা সমাজের শাসন ব্যবস্থায় উচ্চতর স্থানে বিরাজমান ।শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড, শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই মানুষ প্রকৃত মানুষ হয় না। আদর্শগত শিক্ষার দাম অনেক বেশি, আজকের সমাজের সেই মূল্য পায় না।আজও অনেক মানুষ আছে অল্প শিক্ষিত বা নিজের চেষ্টায় কোনরকম উচ্চশিক্ষা স্থানে স্থান পেয়েছে কিন্তু সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয়নি।তাদের লেখনি, গুণগতমান, আদর্শ এবং সত্যবাদী দের মূল্য তো আমরা দিতে পারি না। আজকের সমাজ ব্যবস্থায় এতটা জঘন্য, প্রকৃত মানুষকে আমরা হে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বলে, আজকের সমাজের আরো জঘন্যতম জায়গায় চলে এসেছে।নিজেদের স্বার্থের জন্য আজ মানুষকে কত রকম ভাবে বিভেদ করে রেখেছি। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান জৈন, বৌদ্ধ , ধর্মভিত্তিক ভাগ্যের পিছনে সমাজের মাথাদের একটা সার্থ লুকিয়ে রয়েছে। এ বিষয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল নজরুল ।তাই তার সৃষ্টিকর্মে হিন্দু-মুসলিম মিশ্র ঐতিহ্যের পরিচর্যা করেন। কবিতা ও গানে তিনি এ মিশ্র ঐতিহ্যচেতনাবশত প্রচলিত বাংলা ছন্দোরীতি ছাড়াও অনেক সংস্কৃত ও আরবি ছন্দ ব্যবহার করেন। নজরুলের ইতিহাস-চেতনায় ছিল সমকালীন এবং দূর ও নিকট অতীতের ইতিহাস, সমভাবে স্বদেশ ও আন্তর্জাতিক বিশ্ব।বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ কাজী নজরুল ইসলামের সমভাবাপন্ন নীতি আদর্শ কথা ভিত্তিক চললে ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করা টাই অন্তত বন্ধ থাকতো।এই সময় দাঁড়িয়ে নজরুল ইসলামকে নিয়ে কতগুলো জীবনী লেখা হয়েছে, তার সংখ্যা আমার জানা নেই। তবে আমার বিশ্বাস, অত জীবনী অন্য কোনো বাঙালিকে নিয়ে লেখা হয়নি, এমনকি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েও নয়। এর একটা কারণ নজরুল সম্পর্কে সঠিক তথ্যের অভাব। বিশেষ করে সৈন্যবাহিনী থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসার আগের সময়টা আমাদের কাছে একান্ত অস্পষ্ট। শোনা কথা, যে যা কল্পনা করতে পেরেছেন, তিনি তাই লিখেছেন।

তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য দিতে পারতেন, এমন কোনো যোগ্য আত্মীয় তাঁর ছিল না। তাঁর দুই ভাই ছিলেন, লেখাপড়া সামান্যই জানতেন। তাঁরা তাঁর জীবন সম্পর্কে নতুন কোনো আলোকপাত করতে পারেননি। তাঁরা দেখেছিলেন বালক এবং কিশোর নজরুলকে, যাঁর বালকসুলভ কাজকর্ম তাঁদের মনে থাকার কথা নয়। বর্তমানে বাংলা-পড়ুয়াদের পিএইচডি করার যুগ। সেই সূত্রে অনেকেই জীবনীর কিছু তথ্য এবং সাহিত্যের কিছু আলোচনা দিয়ে 'অমুকের জীবন ও সাহিত্য' নামে অসংখ্য কাজ করেন। এর মধ্যে অনেকগুলো কাজ মুদ্রিত হয়ে বই আকারে প্রকাশিতও হয়। মুশকিল হলো, এসব কাজ না সত্যিকার জীবনী, না সত্যিকার সাহিত্য-বিচার। এগুলোকে বলা যায়, জীবনের তথ্য ও সন-তারিখের ফর্দ এবং বিবরণ। সেই সঙ্গে সাহিত্যের খবর। কোন বই কবে প্রকাশিত হয়েছিল, বিষয়বস্তু কী, এবং এখান সেখান থেকে কিছু উদ্ধৃতি। এক কোথায় গবেষণা। এই গবেষণা কে সাহিত্য-আলোচনা একে ঠিক বলা যায় না। কারণ, এতে সাহিত্যের বিশ্লেষণ, রসাস্বাদন অথবা মূল্যায়ন তেমন থাকে না। সবচেয়ে কম মেধা নিয়ে এই ধরনের জীবন ও সাহিত্য মার্কা-মারা গ্রন্থ রচনা করা যায়। বলা যায় যে, এগুলো জীবনী নয়, এগুলো হলো ব্যক্তি বিশেষের পরিচিতিমূলক গ্রন্থ বা গবেষণাপত্র।ছোটবেলা থেকে একটি নেশা ছিল অল্প শিক্ষিত মানুষকে নিয়ে গবেষণা করা, এবং তার তথ্য পরিবেশন করা।অল্প শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখে ছিলেন।অন্যদিকে কাজী নজরুল ইসলাম অষ্টম শ্রেণী পাশ থেকে সেনাবাহিনী, সেনাবাহিনী থেকে এখন তিনি একজন খ্যাতিমান কবি। আমার লেখার বিষয়বস্তু অল্পশিক্ষিত কবি নজরুলের জীবনের ইতি কথা।

বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে ২৪ মে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে কাজী নজরুল ইসলাম ব্রিটিশ শাসিত ভারতে এক দরিদ্র মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর বাবার নাম ফকির আহমেদ ও মায়ের নাম জাহেদা খাতুন । তিনি ছিলেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম অগ্রণী বাঙালি কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও দার্শনিক । বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, দেশপ্রেমী এবং বাংলাদেশের জাতীয় কবি । চুরুলিয়া অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার আসানসোলের নিকট অবস্থিত । কাজী নজরুল ইসলামের ডাক নাম ছিল "দুখু মিয়া" । পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ - দুই বাংলাতেই তার কবিতা ও গান সমানভাবে সমাদৃত । বিংশ শতাব্দীর বাংলা মননে কাজী নজরুল ইসলামের মর্যাদা ও গুরুত্ব অপরিসীম । এযুগে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

আদানি গোষ্ঠীকে নিয়ে বারবার মোদি সরকারকে বিধেঁছেন রাহুল গান্ধি

হায়দরাবাদ, ৮ মে : নিউজ সারাদিন : এ যেন উলটপুরান। এতদিন যে আদানি গোষ্ঠীকে নিয়ে বারবার মোদি সরকারকে বিধেঁছেন রাহুল গান্ধি, এবার সেই তিরই ছুটে এল তার দিকে। এবার সেই আম্বানী-আদানিকে নিয়েই কংগ্রেসকে পাল্টা আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মোদি সরাসরি কংগ্রেসকে তোপ দেগে বলেন, কংগ্রেসের শাহজাদা পাঁচ বছর ধরে আম্বানি ও আদানিদের নাম জপে আসছেন। প্রসঙ্গত, ২০২৪ লোকসভা ভোটের প্রচারে এদিন প্রথম হঠাৎ করেই আদানি-আম্বানি প্রসঙ্গ টেনে আনেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভায় আদানি-হিন্ডেরবার্গ ইস্যুতে একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীর জবাব দাবি করেছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। কিন্তু, তখন জবাব মেলেনি। এবার ভোটপ্রচারে এই প্রথম আদানি-আম্বানিদের কালো টাকার বন্দুকের ট্রিগার রাহুলের দিকে টিপ করে ছুড়লেন মোদি।ভোট ঘোষণার পর হঠাৎ করে তিনি চুপ করে গেলেন কেন! শাহজাদার উচিত খোলসা করে জানানো যে, এ ধরনের শিল্পপতিদের কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন? কত ব্যাগ কালো টাকা তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন? আদানি-আম্বানিদের কাছ থেকে কত ট্রাক চোরি কা মাল পেয়েছেন রাহুল?

তেলঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে বুধবার নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন মোদি। প্রথমে তিনি ভেমুলাওয়াড়ার রাজন্না মন্দিরে দর্শন করেন। এরপর একটি সভায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধিকে তাঁর ছোঁড়া তিরেই বিধে ফেলেন তিনি। তেলেঙ্গানায় আগামী ১৩ মে একসঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা ভোট হতে চলেছে। তার আগে এটা মোদির তৃতীয় রাজ্য সফর। যে রাহুলকে বারবার সংসদে আদানি-হিন্ডেরবার্গ প্রসঙ্গ টেনে সরকারকে পর্যুদস্ত করতে দেখা যায়, কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদকে উদ্দেশ করে মোদি বলেন, কংগ্রেসের শাহজাদার কাছে আমি জানতে চাই, আদানি-আম্বানির কাছ থেকে কত কালো টাকা নিয়েছেন? ভোটের জন্য এইসব শিল্পপতিদের কাছ থেকে কংগ্রেস কত টাকা পেয়েছে?

ভেমুলাওয়াড়ার পর ওয়ারাঙ্গলেও একটি জনসভায় ভাষণ দেন মোদি। সেখানে তিনি বলেন, তিনটি দফার ভোটের পর একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, এনডিএর বিজয়রথ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয় হল, কংগ্রেস আতসকাচ দিয়ে ওদের জেতার মতো আসন খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী উপহাসের সুরে আরও বলেন, আজ আপনাদের উৎসাহ দেখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, চতুর্থ দফার পর আতসকাচে কংগ্রেসের কাজ হবে না। এরপর ওদের অনুবীক্ষণ যন্ত্র লাগবে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুলকে তিনি আরও বলেন, আদানি-আম্বানিদের সঙ্গে রাহুল গান্ধির কী এমন গোপন চুক্তি হয়েছে? উনি রাতারাতি ওদের বিরুদ্ধে বলা বন্ধ করে দিলেন কেন?

সিনেমার খবর

cinema TV

বাস কন্ডাক্টর থেকে সুপারস্টার! রজনীকান্তের বর্ণময় জীবন এবার বড়পর্দায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এবার বড়পর্দায় আসতে চলেছে দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্তের বায়োপিক। আর সেই ছবি বানানোর দায়িত্ব নিলেন সাজিদ নাদিয়াওয়ালা। বেশ কিছুদিন আগেই শোনা গিয়েছিল যে নতুন একটি প্রজেক্টের জন্য রজনীকান্তের সঙ্গে হাত মেলাতে চলেছেন সাজিদ নাদিয়াওয়ালা। আর তারপর থেকেই নানা জল্পনা। এবার জানা গেল তারা দু'জনের আসলে হাত মিলিয়েছেন রজনীকান্তের বায়োপিক আনার জন্য। খবর হিন্দুস্তান টাইমসের।

বলিউড হাঙ্গামার একটি রিপোর্টে সম্প্রতি জানানো হয়েছে সাজিদ নাদিয়াওয়ালা একটি বড়সড় চুক্তি সই করেছেন রজনীকান্তের সঙ্গে, তাও যে সে ছবির জন্য নয়। একেবারে অভিনেতার বায়োপিকের জন্য। সূত্রের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে প্রযোজক যে কেবল অভিনেতার অভিনয়ের ফ্যান সেটাই নয়, তিনি ব্যক্তি হিসেবেও ভীষণই পছন্দ করেন রজনীকান্তকে।

সাজিদ নাদিয়াওয়ালার মতে একজন বাস কন্ডাক্টর থেকে ভারতীয় ছবির সুপারস্টার হয়ে ওঠা মোটেই মুখের কথা নয়। আর এই গল্প বিশ্বের সকলের জানা উচিত। সাজিদ নিজেই ছবির স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করছেন বলেই জানানো হয়েছে রিপোর্টে এবং তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন যাতে অভিনেতার এই বর্ণময় জীবনকে দুর্দান্ত ভাবে পর্দায় তুলে ধরা যায়। জানা গিয়েছে রজনীকান্তের বায়োপিকের শ্যুটিং ২০২৫ সাল থেকে শুরু হবে। এখন কাস্টিং ফাইনাল হওয়ার অপেক্ষা খালি।

নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে গিয়ে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন টালিউড অভিনেতা দেব। মালদা হেলিপ্যাড থেকে উড্ডয়নের পরপরই দেবকে বহন করা হেলিকপ্টারটিতে আগুন ধরে যায়। পাইলট জরুরি অবতরণ করেন। অক্ষত অবস্থায় হেলিকপ্টার থেকে নামেন এই টালিউড অভিনেতা ও তৃণমূল কংগ্রেসের সংসদ সদস্য। ০৩ মে রাতে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের এক প্রতিবেদনে এ খবর জানা গেছে। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর সড়কপথে গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন দেব। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণেই হেলিকপ্টারটিতে আগুন লেগেছে বলে ধারণা পুলিশের। গণমাধ্যমকে দুর্ঘটনার বিষয়ে দেব বলেন, 'কিছুটা ট্রমায় আছি আমি। অশান্তি, ধোঁয়া ও গন্ধ আমার ওপর মানসিক প্রভাব ফেলেছে। মুখ্যমন্ত্রীকে ফোন করে জানিয়েছিলাম, আমি হেলিকপ্টার নিতে চাই না। এর পরিবর্তে যাওয়ার জন্য আমার কাছে সড়কপথই পছন্দ।'

উল্লেখ্য, আগামী ৭ মে মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর কেন্দ্রে লোকসভা ভোট অনুষ্ঠিত হবে। সেই নির্বাচনে ঘাটালের তৃণমূল সংসদ সদস্য হিসেবে প্রার্থী দেব। শেষ মুহূর্তের প্রচারণায় অংশ নিতেই মালদহে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে মুর্শিদাবাদে যাওয়ার পথেই তার হেলিকপ্টারে আগুন লাগে।

প্রিয়াঙ্কা বোন হওয়া সত্ত্বেও পরিণীতি কখনো বাড়তি সুবিধা পাননি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : অভিনয় ক্যারিয়ারে পড়েছে শনির ছায়া। একের পর এক সিনেমা ফ্লপ। সাফল্যের দেখা মিলছে না বহুদিন। তবু হাল ছাড়তে নারাজ বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। তাঁর কথায়, শিল্পী বা তারকা যত বড় মাপেরই হোক, সব ছবি বাণিজ্যিক সাফল্য পাবে-এমন কোনো কথা নেই। শতভাগ সাফল্যের রেকর্ডও নেই কারও। কখনও না কখনও হোঁচট খেতেই হয়। আলোচিত বহু সিনেমাও বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়েছে।

একাধিক সিনেমা ফ্লপ হওয়া নিয়েও হতাশ নন তিনি। বিষয়টি স্বাভাবিক বলেই মনে করেন। বিশ্বাস করেন, ধারাবাহিকভাবে কাজ করার সুযোগ পেলে কোনো না কোনো সিনেমা দিয়ে আবারও দর্শক হৃদয় জয় করতে পারবেন। নিজের ওপর সেই বিশ্বাস আছে। আক্ষেপ শুধু নির্মাতাদের পক্ষপাত নিয়ে।

এ নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে পরিণীতি বলেন, 'অনেকের ধারণা, তারকা সন্তান থেকে তারকা পরিবারের নিকটজনরাই বলিউডে বেশি সুযোগ-সুবিধা পান। এ কথা অনেকের জন্য সত্য হলেও সবার বেলায় নয়। প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার বোন [কাজিন] হওয়া সত্ত্বেও আমি কখনও বাড়তি সুযোগ-সুবিধা পাইনি।'

তিনি আরও বলেন, 'প্রিয়াঙ্কার নাম ভাঙিয়ে টিকে থাকার চেষ্টাও করিনি। যদি তা-ই চাইতাম, তাহলে গত ১০ বছরে এত ফ্লপ ছবি ঝুলিতে থাকত না। এটি সত্য, ইন্ডাস্ট্রিতে আগে থেকে চেনাজানা থাকলে প্রথম ছবিটা পেতে সুবিধা হয়। কিন্তু পরের সফরটা একেবারেই একার। নিজেকে কাজ দিয়েই প্রমাণ করতে হয়। আমার বেলায় সেটা কঠিন হয়ে পড়েছে নির্মাতাদের পক্ষপাতিত্বের কারণে।'

মিথিলা জিতলেন ভারতের 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি দিল্লির মর্যাদাপূর্ণ 'দাদাসাহেব ফালকে' পুরস্কার জিতেছেন বাংলাদেশি অভিনেত্রী রাফিয়াত রশিদ মিথিলা। টালিউড সিনেমা 'ও অভাগী'র জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ঘরে তোলেন মিথিলা। এক ভিডিও বার্তার মাধ্যমে নিজেই এই পুরস্কারপ্রাপ্তির তথ্য জানিয়েছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'অভাগীর স্বর্গ' অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। পরিচালনার পাশাপাশি চিত্রনাট্যও লিখেছেন তিনি। ভিডিও বার্তায় মিথিলা বলেন, 'আমি খুবই খুশি এবং আপ্লুত। এজন্য আমাদের পরিচালক অনির্বাণ চক্রবর্তী, প্রযোজক ড. প্রবীর ভৌমিক এবং আমাদের গোটা টিমকে অনেক ধন্যবাদ জানাই।

দিল্লিতে বসেছিল ১৪তম দাদাসাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। তবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেননি মিথিলা। তার জায়গায় পুরস্কার গ্রহণ করেছেন ছবির পরিচালক ও প্রযোজক।

মুক্তির পর থেকেই দর্শকদের মধ্যে আলাদা উন্মাদনা ছিল 'ও অভাগী' সিনেমা নিয়ে।

'ও অভাগী' সিনেমাতে মিথিলা ছাড়া আরও অভিনয় করেছেন সুব্রত দত্ত, দেবযানী চ্যাটার্জি, ঈশান মজুমদার, সায়ান ঘোষ, সৌরভ হালদার প্রমুখ।

ছবিতে মিথিলার ভূমিকার প্রশংসা করে তার স্বামী ও জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা সৃজিত মুখার্জি তার ফেসবুকে লিখেছিলেন, 'ও অভাগী' হল শরৎ চন্দ্র ক্লাসিকের একটি সুন্দর ও সংবেদনশীল ব্যাখ্যা। যেখানে রফিয়াথ রশিদ দুর্দান্ত অভিনয় করেছেন।'

প্রথমবার মেজর লিগ

সকারের মাসসেরা মেসি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে নাম লেখান লিওনেল মেসি। এরপর এবারই প্রথম দেশটির মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) মাসসেরার পুরস্কার জিতেছেন এই বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার।

চলতি আসরে এমএলএসে শুরু থেকেই দুর্দান্ত খেলছেন মেসি। যদিও চোটের জন্য কয়েক ম্যাচে তিনি মাঠে নামতে পারেননি। তবে চোট কাটিয়ে ফের ছন্দে আর্জেন্টাইন ফুটবল তারকা। এপ্রিল মাসে ৬ গোল করেছেন। এর আগেও এমএলএসে আরও ৩ গোল আছে মেসির। সব মিলিয়ে এ আসরে এখন পর্যন্ত মেসির গোল ৯টি। সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার জয়ের ক্ষেত্রেও বাকিদের চেয়ে এগিয়েই আছেন তিনি। মেসির জোরেই লিগে এপ্রিল মাসে ইন্টার মায়ামি অপরাজিত রয়েছে। এ সময়ে মায়ামি তিনটি ম্যাচ জিতেছে, একটি করেছে ড্র। প্রতিপক্ষের জালে তারা ১২ বার বল পাঠিয়েছে। এর ১০টিতেই অবদান রয়েছে মেসির। ৬টি গোল নিজে করেছেন, ৪টি গোল করিয়েছেন।

রিঙ্কুর দলে জায়গা না পাওয়া নিয়ে যা বললেন সৌরভ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি রিঙ্কু সিংয়ের। তিন দিন ধরে সে নিয়ে আলোচনা চলছেই। এবার সে বিষয় নিয়েই মুখ খুললেন সৌরভ গাঙ্গুলি। তার মতে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত।

শুক্রবার বেঙ্গল প্রো টি-টোয়েন্টি লিগের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিয়ে নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সৌরভ। তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় বাড়তি এক জন স্পিনার দলে রাখতে চাওয়ার জন্যই হয়তো রিঙ্ককে রাখা যায়নি। তা ছাড়া রিঙ্কু তো সবে ক্রিকেটজীবন শুরু করেছে।'

চার স্পিনার নিয়ে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েও মুখ খুলেছেন তিনি। তার বক্তব্য, 'চার স্পিনার একদম ঠিক আছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে খেলা হবে। ওখানে স্পিনারেরা সাহায্য পায়। ওখানকার পিচ একটু মন্থর হয়। বল নিচু হয়ে যায়। মাঠগুলো বড়। স্পিনারেরা গুরুত্বপূর্ণ হবে।'

ভারতের টি-টোয়েন্টি দল নিয়ে খুশি সাবেক অধিনায়ক সৌরভ। তার মতে, জাতীয় নির্বাচকরা যথেষ্ট শক্তিশালী দল নির্বাচন করেছেন। ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে মনে করছেন সৌরভ। তিনি বলেছেন, 'ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রতিযোগিতার সেরা দল। ভারত অবশ্যই বিশ্বকাপ জেতার অন্যতম দাবিদার। যে ১৫ দলে আছে, তারা সকলেই দুর্দান্ত ক্রিকেটার। রোহিত শর্মা এবং রাহুল দ্রাবিড় সঠিক একাদশ বেছে নিতে পারবে।'

দেশে ফিরে ধোনি বন্দনায় মুস্তাফিজ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) চেন্নাই সুপার কিংসের জার্সিতে মাঠ মাতিয়ে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন কাটার মাস্টার মুস্তাফিজুর রহমান। স্বপ্নের মতো আইপিএল শেষ করে মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের এই পেসার।

শুক্রবার নিজের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করে ধোনি বন্দনা করেন মুস্তাফিজ।

ধোনির সঙ্গে ছবি দিয়ে মুস্তাফিজ লেখেন, 'সবকিছুর জন্য ধন্যবাদ মাহি (ধোনি) ভাই। আপনার মতো কিংবদন্তির সঙ্গে একই ড্রেসিংরুম ভাগাভাগি করে নেওয়াটা ছিল বিশেষ এক অনুভূতি। সবসময় আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য ধন্যবাদ। আপনার মূল্যবান পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ, আমি সেগুলো মনে রাখব। আপনার সঙ্গে শিগগিরই আবারও খেলতে এবং দেখা করতে মুখিয়ে আছি।'

এর আগে বিদায় বেলায় মুস্তাফিজকে নিজের অটোগ্রাফ সম্বলিত একটি জার্সি উপহার দেন ধোনি। যেখানে লেখা ছিল, 'মুস্তাফিজের প্রতি ভালোবাসা।'

এবারের আসরে চেন্নাইকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন না ধোনি। যদিও উইকেটের পেছন থেকে ঠিকই দিকনির্দেশনা দিয়েছেন মুস্তাফিজকে। তাই বাঁহাতি এই পেসারের সফলতার পেছনে তার অবদান অনস্বীকার্য। সেই কৃতার্থই ফেসবুকের মাধ্যমে জ্ঞাপন করলেন মুস্তাফিজ।

বিসিবির দেওয়া অনাপত্তিপত্র অনুযায়ী, গত ১ মে পর্যন্ত চেন্নাইয়ের হয়ে খেলেন মুস্তাফিজ। ৯ ম্যাচ খেলে ১৪ উইকেট নিয়ে এখন পর্যন্ত দলের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। তার বিদায় নিয়ে আগেই মন খারাপের কথা জানিয়েছেন চেন্নাইয়ের হেড কোচ স্টিফেন ফ্লেমিং ও ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি।

জিম্বাবুয়ে সিরিজের কারণেই মাঝপথে আইপিএলকে বিদায় জানিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার দেশে ফিরে আসেন মুস্তাফিজ।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলে ৩৬ বলে সেঞ্চুরি করা নিউজিল্যান্ডের অ্যান্ডারসন

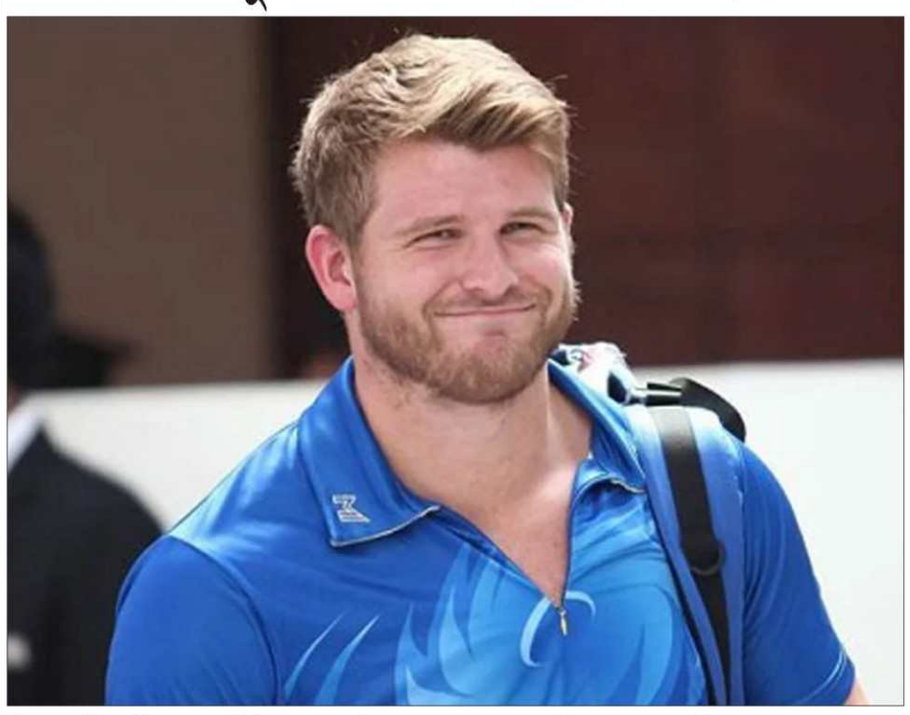

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : রবার্ট লেভনডস্কির করা হেটট্রিকে নিজেদের ঘরের মাঠে ভেলেন্সিয়াকে ৪-২ গোলে হারিয়েছে বার্সা। এতে জিরোনাকে টপকে পয়েন্ট টেবিলের দ্বিতীয় অবস্থানে উঠে এসেছে দলটি। ৩৩ ম্যাচে ৭৩ পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে জাভি হার্নান্দেজের দল। শীর্ষে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে আছে দলটি। আর জিরোনার সংগ্রহ সমান ম্যাচে ৭১ পয়েন্ট।

এই ম্যাচে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে কাতালান জায়ান্টরা। কিন্তু লেভার করা হ্যাটট্রিকে শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে দলটি। পুরো ম্যাচ জুড়েই দাপটের সঙ্গে খেলেছে জাভির শিষ্যরা।

প্রথমার্ধের শুরুতে ২২ মিনিটে রাফিনহার ক্রস থেকে দুর্দান্ত এক হেডারে গোল করেন দলকে এগিয়ে নিয়ে যায় লোপেজ। এর ঠিক ৫ মিনিট পর বার্সা গোলরক্ষক টের স্টেগানের করা ভুলে বল জালে জরান ভ্যালেন্সিয়ার হিগো দুরো।

ম্যাচের ৩৮ মিনিটে বার্সা ডিফেন্ডার আরউহোর করা ট্রাকেল হতে প্রাপ্ত পেনাল্টি থেকে ব্যবধান বাড়ান পেপলু। কিন্তু ভ্যালেন্সিয়ার এই স্বস্তি বেশিক্ষন টেকেনি। প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ভ্যালেন্সিয়া গোলরক্ষক মামার্দাশভিলি। ডি বক্সের বাইরে হাত দিয়ে বল ধরে এ বিপত্তি বাধান তিনি। এতে ১০ জনের দলে পরিণত হয় ভ্যালেন্সিয়া।

এরপরই শুরু হয় লেভা ম্যাজিক। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৯ তম মিনিটিটে গুন্ডগানের করা কর্ণার থেকে আসা বল জালে পাঠান লেভা। তারপর ৮১ মিনিটে আবারো গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পোলিশ এই তারকা।

ম্যাচের শেষ দিকে ডি বক্সের বাইরে থেকে করা দুর্দান্ত এক ফ্রি কিকে গোল করে দলকে জয় এনে দেন বার্সা 'নাম্বার নাইন'।

রাসেলকে নিয়েই উইন্ডিজের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করেছে সহ-আয়োজক ওয়েস্ট ইন্ডিজ। রভম্যান পাওয়েলের নেতৃত্বে ঘরের মাঠে বিশ্ব আসরে খেলবে ক্যারিবীয়রা। সহ-অধিনায়ক হিসেবে ক্যারিবিয়ানরা রেখেছেন আলজারি জোসেফকে। ১৫ জনের দলে ডাক পেয়েছেন আন্দ্রে রাসেল, নিকোলাস পুরান, জনসন চার্লস, শিমরন হেটমায়ারের মতো তারকারা। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্টে ইতিহাসগড়া জয় এনে দেওয়া শামার জোসেফকে রেখেছে ড্যারেন সামির দলটি। তবে ক্যারিবীয়দের বিশ্বকাপ দলে জায়গা হয়নি তারকা অলরাউন্ডার কাইল মায়ার্সের। দলে আছেন শাই হোপ, আকিল হোসেন ও জেসন হোল্ডারও।

আগামী ১ জুন থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে পর্দা উঠবে নবম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আসরের। দ্বিতীয় দিন (২ জুন) পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে গায়ানায় প্রথম ম্যাচ খেলবে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ক্যারিবীয়রা। মেগা আসরটিতে 'সি' গ্রুপে তাদের বাকি প্রতিপক্ষ দলগুলো হচ্ছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান ও উগান্ডা।

উইন্ডিজের বিশ্বকাপ দল: রভম্যান পাওয়েল (অধিনায়ক), আলজারি জোসেফ (সহ-অধিনায়ক), জনসন চার্লস, রোস্টন চেজ, শিমরন হেটমায়ার, জেসন হোল্ডার, শাই হোপ, আকিল হোসেন, শামার জোসেফ, ব্র্যান্ডন কিং, গুদাকেশ মতি, নিকোলাস পুরান, আন্দ্রে রাসেল, শেরফেন রাদারফোর্ড ও রোমারিও শেফার্ড।

ডর্টমুন্ডের সাথে ১২ বছরের সম্পর্ক

ছিন্ন করছেন রিউস

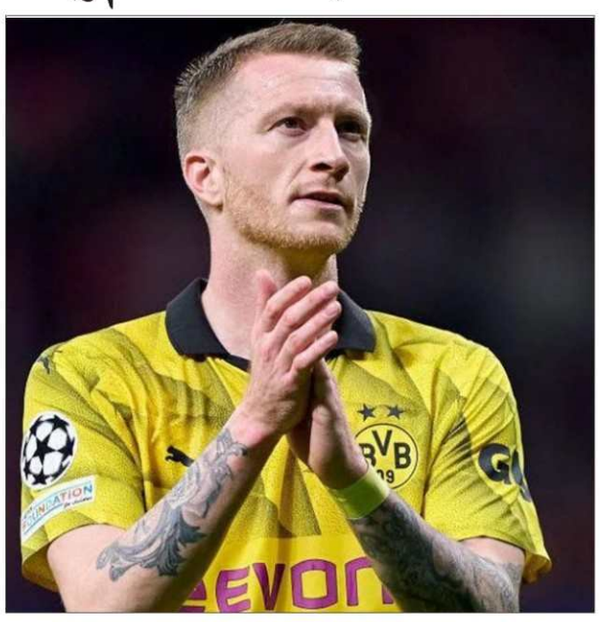

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বরুশিয়া ডর্টমুন্ডের মূল দলেই ১২ বছর ধরে খেলছেন মার্কো রিউস। এর আগে বয়সভিত্তিক দলগুলোতে খেলছেন আরও ৯ বছর। ২১ বছরের এই লম্বা সম্পর্ক এবার ছিন্ন করতে যাচ্ছেন রিউস। চলতি মৌসুম শেষেই ডর্টমুন্ড ছাড়ছেন জার্মানির এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার।

চলতি মৌসুমের পর রিউসের সঙ্গে চুক্তি আর বাড়াচ্ছে না ডর্টমুন্ড। দুই পক্ষের আলোচনার প্রেক্ষিতেই নেয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। এখন পর্যন্ত অন্য কোনো ক্লাব রিউসের বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। অর্থাৎ মৌসুম শেষে ফ্রি এজেন্ট হয়ে ক্লাব ছাড়তে যাচ্ছেন রিউস। ৩ মে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়ে রিউসের বিদায়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ডর্টমুন্ড। একটি ভিডিও বার্তায় ভক্তদের বিদায়ী বার্তা দিয়েছেন রিউস নিজেই। ভিডিওতে ক্লাবের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং ভক্তদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন এই ডর্টমুন্ড কিংবদন্তি। মার্কো রিউস বলেন, 'বরুশিয়া ডর্টমুন্ডে এই অসাধারণ সময় কাটাতে পেরে আমি গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ। আমি আমার জীবনের অর্ধকের বেশি সময় ডর্টমুন্ডে কাটিয়েছি এবং কঠিন সময় আসলেও প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছি। মৌসুম শেষে বিদায় জানানোটা যে নিঃসন্দেহে কঠিন হবে সেটা আমি জানি। তবে গোটা বিষয়টা নিয়ে আর কোনো জটিলতা নেই, এটা খুবই ভাল বিষয়। মৌসুমে শেষের দিকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ম্যাচ রয়েছে এবং আমরা বড় কিছু জিততে পারি। দীর্ঘ সময় ধরে আমাকে সমর্থনের জন্য সকল সমর্থককে অসংখ্য ধন্যবাদ।'

১৯৯৫ সালে মাত্র ৫ বছর বয়সে ডর্টমুন্ডের যুব দলে যোগ দেন রিউস। ৯ বছর যুব দলের হয়ে খেলার পর ২০০৪ সালে ডর্টমুন্ড ছাড়েন এই তারকা। এরপর কয়েকটি দলের হয়ে খেলার পর ২০১২ সালে ডর্টমুন্ডের সিনিয়র দলে যোগ দেন তিনি। হলুদ জার্সিধারীদের হয়ে এরপর থেকে টানা ১২ বছর খেলছেন তিনি। অবশেষে ভাঙছে সেই সম্পর্ক।

আইপিএল: মুম্বাইয়ের টানা চতুর্থ হার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রানপ্রসবা উইকেটগুলোর মধ্যে অন্যতম ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম। কিন্তু ঘরের মাঠে ১৬৯ রানই তাড়া করতে পারল না মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। কলকাতা নাইট রাইডার্সের কাছে ২৪ রানে হেরেছে তারা। টানা চতুর্থ হারে প্লে-অফ খেলার স্বপ্নে বড় ধাক্কা খেল হার্দিক পান্ডিয়ার দল।

টস হেরে ব্যাট করতে নেমে ১৬৯ রানে গুটিয়ে যায় কলকাতা। নুয়ান থুশারা ও হার্দিক পান্ডিয়ার বোলিং তোপে ৫৭ রানেই ৫ উইকেট হারায় তারা। সেখান থেকে দলকে টেনে তুলে লড়াই করার মতো পুঁজি এনে দেন ভেঙ্কটেশ আইয়ার ও মনিশ পান্ডে। ষষ্ঠ উইকেটে ৮৩ রান যোগ করেন তারা। পান্ডে ৪২ রানে ফিরে গেলেও ফিফটি পূরণ করেন ভেঙ্কটেশ। জাসপ্রিত বুমরাহর বলে আউট হয়ে ফেরার আগে ৫২ বলে ৬ চার ও ৩ ছক্কায় ৭০ রান আসে তার ব্যাট থেকে। মুম্বাইয়ের হয়ে বুমরাহ ও থুশারা নেন তিনটি করে উইকেট।

তাড়া করতে নেমে সূর্যকুমার যাদব ছাড়া মুম্বাইয়ের কোনো ব্যাটারই ভরসা জোগাতে পারেননি। বরুণ চক্রবর্তী ও সুনীল নারাইনের স্পিনে নাকাল ছিল স্বাগতিকরা। একইসঙ্গে হিমশিম খাচ্ছিল আন্দ্রে রাসেলকে খেলতেও। কলকাতার এই তিন বোলারের প্রত্যেকেই শিকার করেন দুটি করে উইকেট। শেষ দিকে এসে মুম্বাইয়ের লেজ ভেঙে দেন মিচেল স্টার্ক। বাঁহাতি এই অজি পেসার একাই শিকার করেন ৪ উইকেট। অনেকটা সময় একপ্রান্ত আগলে রাখলেও ৩৫ বলে ৬ চার ও ২ ছক্কায় ৫৬ রানে থামে সূর্যের লড়াই।

চোট কাটিয়ে কাদিসের বিপক্ষে

ফিরছেন কোর্তোয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চোট কাটিয়ে ওঠা থিবো কোর্তোয়াকে নিয়ে সপ্তাহখানেক আগে যে আশার কথা শুনিয়েছিলেন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ কার্লো আনচেলত্তি, সেটাই আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। লা লিগায় অবনমনের শঙ্কায় থাকা কাদিসের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ফিরছেন দলটির মূল গোলরক্ষক।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে শনিবার (০৪ এপ্রিল) কাদিসের বিপক্ষে রিয়ালের ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় রাত সোয়া আটটায়। নতুন করে দুর্ভাগ্য বাঁধ না সাধলে, প্রায় ৯ মাস পর আবার ম্যাচ খেলতে দেখা যাবে কোর্তোয়াকে। মৌসুম শুরুর আগে গত আগস্টে অনুশীলনের সময় পায়ে চোট পান কোর্তোয়া, পরে পরীক্ষায় তার বাঁ হাঁটুর এন্টিরিয়র ক্রুসিয়েট লিগামেন্টে (এসিএল) চিড় ধরা পড়ে। দীর্ঘ পুনর্বাসনে ওই চোট কাটিয়ে গত মার্চে অনুশীলনে ফেরেন তিনি।

দ্রুত তার মাঠে নামার সম্ভাবনাও তখন জোরাল হয়েছিল, কিন্তু অনুশীলনের সময় ডান হাঁটুতে চোট পান কোর্তোয়া। এমআরআই স্ক্যানে তার হাঁটুর মেনিসকাসে চিড় ধরা পড়ে। নতুন করে ছিটকে যান আরও কয়েক সপ্তাহের জন্য।

অবশেষে পালাক্রমে দুই পায়ের চোট কাটিয়ে গত মাসে অনুশীলনে ফেরেন তিনি। ফিটনেসে যা একটু ঘাটতি ছিল, তাও কেটে গেছে। বেলজিয়ান তারকার এবার ম্যাচে মাঠে নামার পালা।

তবে ৩১ বছর বয়সী এই গোলকিপারের ওপর এখনই বাড়তি চাপ দিতে চান না কোচ আনচেলত্তি। তাইতো চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে দারুণ ফর্মে থাকা লুনিনকে খেলাবেন না বলে শুক্রবার (০৩ এপ্রিল) সংবাদ সম্মেলনে জানালেন কোচ।

তিনি জানান, "আমাদের মাথায় এখন মহাগুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচ, ফাইনালের মতো, আর সেটা বায়ার্নের বিপক্ষে (চ্যাম্পিয়ন্স লিগে), এই ম্যাচে লুনিন খেলবে। এরপর, দেখা যাবে সবকিছু কিভাবে এগোয়" আনচেলত্তি বলেন, "কোর্তোয়া ভালো আছে, অনেক অনেক দিন পর আগামীকাল সে খেলবে। আমাদের জন্য ভালো খবর যে, (এদের) মিলিতাওয়ের মতো সেও ফিরছে। কোর্তোয়া দলে অবদান রাখতে পারবে, সে ভালো বোধ করছে, ফেরার সম্ভাবনায় সে খুবই রোমাঞ্চিত। তাকে ফিরে পেয়ে আমরাও উচ্ছ্বসিত।"

ইউক্রেইনের গোলরক্ষক লুনিন অসাধারণ দক্ষতায় কোর্তোয়ার শূন্যতার পূরণ করে আসছেন। কোর্তোয়ার অনুপস্থিতিতে কেপা আরিসাবালাকে সরিয়ে কোচের প্রথম পছন্দের গোলরক্ষক হয়ে উঠেছেন লুনিন। গত মাসে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে তার দারুণ নৈপুণ্যেই ম্যানচেস্টার সিটিকে টাইব্রেকারে হারিয়ে সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নেয় রিয়াল।

লা লিগা শিরোপা জয়ের দৌড়ে রেয়ালের অনেক এগিয়ে থাকাতেও লুনিনের অবদান অনেক। ৩৩ ম্যাচে ৮৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবেলে শীর্ষে আছে তারা। তাদের চেয়ে ১১ পয়েন্ট পিছিয়ে দুইয়ে বার্সেলোনা।

আর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগামী বুধবার সেমি-ফাইনালের ফিরতি লেগে বায়ার্নের মুখোমুখি হবে রিয়াল। মিউনিখে প্রথম লেগ ২-২ ড্র হয়েছে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR